ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১২৫ ● কলকাতা ● ২৬ বৈশাখ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১০ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভারতকে দোষারোপ করে কান্নাকাটি শুরু পাকিস্তানের

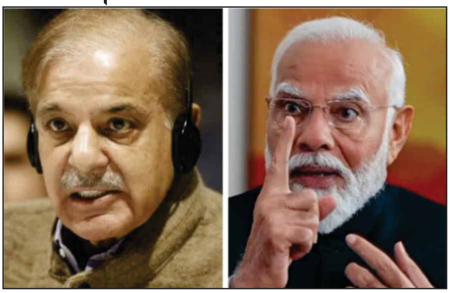

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নয়া দিল্লি: পাক মদতপুষ্ট লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের সন্ত্রাসীদের নৃশংস হামলায় পহেলগাঁওয়ে সিঁদুর মুছেছিল ২৫ জন ভারতীয় নারীর। এক স্থানীয় ভারতীয় কাশ্মীরি মুসলিমের মৃত্যুতে স্বামীহারা হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। এই সকল নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মৃতদের প্রতি সম্মান জানিয়েই ৬মে গভীর রাতে পাকিস্তানের উপর করা হয়েছে মিসাইল স্ট্রাইক।এদিকে বর্তমানে পাকিস্তানে উদ্ধারকার্য চলছে। প্রসঙ্গত, ভারতের সীমান্তবর্তী শহরগুলিতে প্রথমে সেনা ছাউনি, তারপর বেসামরিক স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ভারত। তারপরই করাচি বন্দরে হামলা চালায় ভারতীয় সেনা। ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা এবং ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত

এরপর ৩ পাতায়

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনের জানান পুলিশ কমিশনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- ক্রমেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে সীমান্তে । ভারতের 'অপারেশন সিঁদুরে'র জবাবে প্রত্যাঘাত হেনেছে পাকিস্তান। পাল্টা জবাব দিচ্ছে ভারতও।এই যুদ্ধের আবহে কলকাতায় হাই অ্যালার্ট জারি নিয়ে এবার বিবৃতি দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা।এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে আয়োজিত রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সিপি। সেখানে হাই অ্যালার্ট জারি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বলেন, "সেনসিটিভ ইস্যু। আমাদের প্রতিদিনই মিটিং চলছে। এ নিয়ে নির্দিষ্ট অথরিটি আপনাদের সঠিক সময় জানাবে।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নয়টি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
পাঁচটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃশক্তি কলেজ স্ট্রিট কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে অশোক পাবলিশিং হাউসে

মনে পড়ে কলেজ স্ট্রিট দিব্যজ্ঞান প্রকাশনী হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ফলতায় কবি প্রণাম, গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২৫ শে বৈশাখ সারাদিন নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবি প্রণামের আয়োজন করে অঙ্গীকার সাহিত্য গোষ্ঠী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ফলতা থানার অন্তর্গত খোর্দশাসন তাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে প্রভাত ফেরীর পর প্রথম পর্বে কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন চিত্রশিল্পী কিশোর দত্ত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তিতলি মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন কবি সোমেশ হালদার, প্রধান অতিথি ছিলেন কবি উৎপল ধারা। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সাংবাদিক সমাজকর্মী ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল। ছাত্রযুব সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতার কথা আলোচনা করেন কবি পরেশ সরকার।

এছাড়া স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সঞ্জয় গায়েন, ভীম ঘোষ, গৌতম হালদার, শ্রাবণী দাস, সুব্রত আচার্য্য, হরিহর বৈদ্য, শ্রীবাস মণ্ডল, সুপর্ণা দত্ত, রত্নাকর মণ্ডল, অমলেন্দু বিকাশ দাস, অশোক পাইক, স্বপন মান্না, সাইদুল ইসলাম, গৌতম সরদার, অরবিন্দ দাস প্রমুখ জেলার বিশিষ্ট কবি ছড়াকার বৃন্দ।

এদিন কবি পরেশ সরকারের "কবিতা সমগ্র" (২য় খণ্ড) এবং "সংবাদ সাহিত্য এই সময়" দুটি গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং 'দেশ আমার মাটি আমার ' পত্রিকার সম্পাদক তথা সাংবাদিক ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল। এছাড়া নীলরতন মণ্ডল সম্পাদিত "হীরক দ্যুতি " পত্রিকার ১৪শ বর্ষের বৈশাখ সংখ্যাটি প্রকাশ করেন তপনকান্তি মণ্ডল ও প্রধান অতিথি উৎপল ধারা। এই মঞ্চে সংবর্ধনা জানানো হয় স্থানীয় নাট্যকার রবীন্দ্র নাথ নস্কর ও চিত্রশিল্পী নিলীমা বিশ্বাসকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিশির পাইক ও শঙ্কর রায় চৌধুরী।

তৃণমূল ভবনে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৬ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে কলকাতা তৃণমূল ভবনে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হলো মহাসড়ম্বরে। এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মাল্যদান এবং পুষ্পাঞ্জ নিবেদন করে তাকে শ্রদ্ধা জানালেন বিভিন্ন সাংসদ থেকে বিধায়কেরা। উপস্থিত ছিলেন সুব্রত বক্সি থেকে নির্মল মাঝি।

পাকিস্তানের হাল দেখেই কেঁপে গেল বাংলাদেশ, হিন্দুদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত ইউনূসের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের ক্ষমতা কতটা, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে পাকিস্তান। ভারতে হামলা চালানোর চেষ্টার যোগ্য জবাব দিয়েছে পাকিস্তানকে। ধ্বংস করা হয়েছে পাক ড্রোন-মিসাইল। নামানো হয়েছে পাকিস্তানি এফ-১৬ ও এফ-১৭ যুদ্ধবিমানও। পাকিস্তানকে এভাবে একের পর এক হামলার জবাব দিতে দেখে ভীত বাংলাদেশ। ইউনূস প্রশাসন কার্যত ভয়ে কাটা।

সূত্রের খবর, ভারতের প্রত্যাঘাতে এতটাই চাপে রয়েছে বাংলাদেশ যে উপদেষ্টাদের একাংশ সেদেশের সংখ্যালঘুদের পক্ষে দাঁড়ানোর কথা বলছেন। সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা দেওয়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষমূলক পোস্ট আটকানোর মতো পদক্ষেপের কথা ভাবছে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে ভারতের জুজু চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ইউনূস প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের।

পাকিস্তানের ভারতের উপরে হামলা এবং তার যোগ্য জবাব দেখে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূস তড়িঘড়ি বৈঠকে বসেছেন।এই পরিস্থিতিতে দেশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক আলোচনা করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মহম্মদ ইউনূস।

পাকিস্তানের ওপর একের পর হামলায় আতঙ্কে বাংলাদেশও। ভারত-পাকিস্তানের বর্তমান টানাপোড়েন পরিস্থিতিতে গোটা দেশের জনগণের একটা অংশ শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন করছে। সেখানেই পাকিস্তানের হাল দেখে কার্যত এখন উল্টো সুর গাইছেন সমন্বয়করা। যারা ভারতকে চোখ রাঙাচ্ছিলেন, তাদেরই সুর নরম এখন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

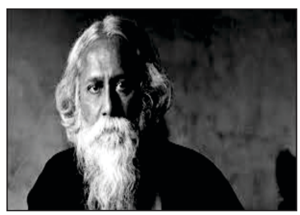

নয়াদিল্লি, ৯ মে, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। ভারতের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আত্মাকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর লেখনী মানবতাবাদের ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। শিক্ষার প্রতি তাঁর অবদান, যেভাবে তিনি শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন, তা অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক।"

(১ম পাতার পর)

ভারতকে দোষারোপ করে কান্নাকাটি শুরু পাকিস্তানের

ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই ভারতের সব রাজ্যগুলিতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল। বাতিল করা হয়েছে সরকারি কর্মীদের ছুটি।নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর'। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ারস্ট্রাইকের পর 'অপারেশন সিঁদুর'।

তার জবাব দিতে গিয়ে পাকিস্তানের ধরাশায়ী অবস্থা। ভারতের প্রত্যাঘাতে গুঁড়িয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক মহলে আর্জি জানিয়েছে তারা। বিশ্বের প্রতিটি দেশের দুয়ারে গিয়ে সাহায্য চাইছে পাকিস্তান। কিন্তু সকলেই এই যুদ্ধে ভারতের পাশে রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেই পাক বাহিনীর হামলা বানচাল করেছে ভারতীয় সেনা। নামানো হয়েছে পড়শি দেশের দুটি জেএফ-১৭ এবং একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান। পাশাপাশি সীমান্তে ড্রোন হামলার জবাবও দিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। পাকিস্তানের করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে একাধিক ড্রোন হামলা হেনেছে ভারত।

৮ ও ৯ মে রাতে ভারতীয় বিমান হামলায় করাচি বন্দরে 'চূড়ান্ত সম্পত্তির ক্ষতি' হয়েছে বলে জানিয়েছে করাচি বন্দর কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবির বিষয়টি তাঁরা আবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে নিশ্চিত করেছে। করাচি বন্দরের এতটাই ক্ষতি করেছে ভারত যে তা গ্রহণযোগ্য নয়, অভিযোগ এনেছে কর্তৃপক্ষ।যদিও আরও একটি পোস্ট ঘোরাফেরা করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দাবি করা হয়েছে হয়েছে করাচি পোর্ট ট্রাস্টের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটি হ্যাক করা হয়েছিল। বন্দর একদম স্বাভাবিক ও সুরক্ষিত রয়েছে।

ভারতের প্রত্যাঘাত এড়াতে অসামরিক বিমানকে ঢাল, পাকিস্তানের মুখোশ খুলল সেনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কাপুরুষ পাকিস্তানের মুখোশ খুলল ভারতীয় সেনা! ভারতের প্রত্যাঘাত এড়াতে অসামরিক বিমানকে ঢাল করছে পাকিস্তান। ড্রোন হামলার সময়ও করাচি ও লাহোরের মাঝে আকাশপথ খোলা রেখেছিল ইসলামাবাদ। যেখানে চলাচল করেছে আন্তর্জাতিক বিমানও। ছবি দেখিয়ে প্রমাণ দিল ভারতীয় সেনা।প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের পালটা বৃহস্পতিবার রাতে ভারতের পশ্চিমাংশকে টার্গেট করে মিসাইল, ড্রোন ছোঁড়ার অপচেষ্টা চালায় পাকিস্তান। ভারত যেখানে বেছে বেছে জঙ্গিঘাঁটিতে আক্রমণ করেছিল, সেখানে নির্লজ্জভাবে সাধারণ নাগরিকদের উপর হামলার চেষ্টা করে তারা। নিরীহ নাগরিকদের উপর হামলার এই অপচেষ্টা প্রতিহত করেছিল ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। এই উসকানি, তার প্রত্যাঘাতের কথা মাথায় রেখে সীমান্ত লাগোয়া আকাশসীমা আগেই বন্ধ করেছিল নয়াদিল্লি। কিন্তু ইসলামাবাদ যে সেই পথ মারায়নি তা আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল।হামলার পালটা আকাশপথে প্রত্যাঘাত করতে গেলে নিরীহ যাত্রীদের প্রাণনাশের সম্ভাবনা প্রবল। সে কথা মাথায় রেখে পাকিস্তানের লাগাতার উসকানির মাঝেও বৃহস্পতিবার রাতে সংযমের পরিচয় দিয়েছে ভারতীয় সেনা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সে কথাই জানালেন কর্নেল সুফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং।

বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত লাগাতার ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। লক্ষ্য ছিল জম্মু, পাঠানকোট, উধমপুরের সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু সেই সমস্ত হামলা বানচাল করেছে ভারতীয় সেনা। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ভারত আগেই সীমান্ত লাগোয়া আকাশ পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার রাতে ড্রোন হামলা চলাকালীন করাচি এবং লাহোরের আকাশপথ খোলা রেখেছিল পাকিস্তান। রাডারের ছবি দেখিয়ে প্রমাণ দিলেন কর্নেল কুরেশি। উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং জানান, ভারত-পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমার লাগোয়া অংশে বহু আন্তর্জাতিক বিমানও চলাচল করেছে। ভারতে ড্রোন হামলার সময় ইসলামাবাদ স্পষ্টভাবেই জানত এটি বিমানের যাত্রীদের জন্য বিপজ্জনক।সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যোমিকা সিং বলেন, "অসামরিক বিমানের যাত্রীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে পাকিস্তান। ওরা জানত ড্রোন হামলা রুখতে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কাজ করবেই। যা বিমানযাত্রীর জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। তারপরেও ভারত-পাকিস্তান সীমায় ওঠানামা করেছে আন্তর্জাতিক বিমান।"

গুঁড়িয়ে গেল পাকিস্তান সেনার প্রধান কার্যালয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাওয়ালপিন্ডিতে পাক সেনার প্রধান কার্যালয়ে হানা ভারতের। বেহাল প্রতিরক্ষা। পাকিস্তানে সেনা বিদ্রোহ। সূত্রের খবর দ্রুত জেল মুক্তি হতে পারে ইমরান খানের। বড়সড় বিস্ফোরণ ইসলামাবাদেও। স্থল,জল,বায়ু সেনার একসঙ্গে হামলা পাকিস্তানে।অন্যদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে, পাকিস্তানের সেনা প্রধান আসিম মুনিরকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এও শোনা যাচ্ছে, ইমরান খান দ্রুত জেল থেকে ছাড়া পেতে পারেন।

সাম্বা সেক্টর দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করা হচ্ছিল পাকিস্তানের তরফে। তবে এই অনুপ্রবেশ সফলভাবে রুখে দিয়েছে বিএসএফ। সন্ত্রাসবাদ বন্ধে পদক্ষেপ নিন। কড়া বার্তা মার্কিন বিদেশসচিবের। পাকিস্তান ও ভারতের এই উদ্বেগের পরিস্থিতিতে মার্কিন বিদেশসচিব কথা বলেছেন পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।অল আউট অ্যাটাকে ভারত। মুখ থুবড়ে পড়েছে পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। ইসলামাবাদ, করাচি, লাহোর, পেশোয়ার-সহ ১৬টি শহরে একসঙ্গে হানা ভারতের। ধ্বংস হয়েছে করাচি বন্দর। ভারতের ভয়ে পুরো পাকিস্তানে ব্ল্যাকআউট। লাগাতার বাজছে সাইরেন। জ্বলছে পাকিস্তান। করাচি বন্দরে ৮-১২টা বড় বিস্ফোরণের খবর। বড়সড় বিস্ফোরণ পেশোয়ারেও।

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

অরণ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ ফোরামের ২০তম অধিবেশনে অরণ্য সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী অরণ্য ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের দিক তুলে ধরল ভারত

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর কার্যালয়ে ৫-৯মে,২০২৫ অরণ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ ফোরামের ২০তম অধিবেশন (ইউএনএফএফ ২০) - এ যোগ দেয় ভারত।

অরণ্য সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী অরণ্য ব্যবস্থাপনার সাফল্যের দিকগুলিকে ভারত তুলে ধরে। সেইসঙ্গে, ২০১৭-২০৩০ পর্যন্ত সময়কালের জন্য অরণ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের কৌশলগত পরিকল্পনার অধীন স্বেচ্ছায় জাতীয় অবদানকে সফল করতে ভারত তার দায়বদ্ধতার কথাও ঘোষণা করেছে। ভারত জানিয়েছে, বনসৃজনের প্রসারে দেশ নিরন্তর কাজ করে চলেছে। ভারতের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভৌগোলিক এলাকার ২৫.১৭ শতাংশ এখন বন পরিবেষ্টিত। আরাবল্লী গ্রিন ওয়াল – এ ভূমি সংরক্ষণকে জাতীয় উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করায় বনসৃজনে ফলপ্রসূ সাফল্য লাভ করা গেছে। বিগত এক দশকে বাদাবনের সংখ্যা ৭.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন – এর অধীন ১.৫৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে বনসৃজনের কাজ হচ্ছে। 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানে ১৪০ কোটি চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে।

ভারতের এই অংশগ্রহণের উল্লেখযোগ্য দিকটি হ'ল – রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলিকে ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স (আইবিসিএ) – এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতই এই আন্তর্জাতিক মঞ্চের সূচনা করে, যাতে যৌথ গবেষণা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও দক্ষতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, স্নো লেপার্ড, পুমা, জাগুয়ার এবং চিতা – এই ৭টি প্রাণীর প্রজাতি সংরক্ষণে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে জোর দেওয়া হয়।

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে দেরাদুনে দেশীয় নেতৃত্বাধীন উদ্যোগে (সিএলআই) যে সাফল্য এসেছিল, সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত উদ্যোগ গড়ে তুলতে ভারতীয় প্রতিনিধিদল আহ্বান জানিয়েছে। কঙ্গো, কোরিয়া, অস্ট্রিয়ার মতো দেশের অনুরূপ উদ্যোগের প্রশংসা করেছে ভারত। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দাবানল প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বব্যাপী বন সার্টিফিকেশনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি

ক্রমক্ষীয়মান অরণ্য মানচিত্রের পুনর্বহাল করতে ভারত একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। ভারতের তরফ থেকে জাতীয় নীতি ও কৌশলের অঙ্গ হিসেবে বন পরিমণ্ডলের মূল্যায়ন নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার ওপর জোর দেওয়া হয়। এই আলোচনায় উত্তরাখন্ড, রাজস্থানে পাইলট প্রকল্প এবং ব্যাঘ্র সংরক্ষণে সাফল্যের দিকগুলিকে তুলে ধরা হয়। জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা, কার্বন নির্গমন প্রতিরোধ, জল সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবেশগত নানা দিক নিয়েও এখানে আলোচনা হয়। দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশগত সুস্থায়িত্ব গড়ে তোলা এবং বনসৃজনে জাতীয় পরিকল্পনার উপরও ভারত জোর দিতে বলেছে।

ইউএনএফএফ ২০-তে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বন মহানির্দেশক ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের বিশেষ সচিব শ্রী সুশীল কুমার অবস্থি।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বাইশতম পর্ব)

আলপনার একটি সম্পর্ক রয়েছে। আলপনা আসলে 'কামনার প্রতিচ্ছবি।' দেবী পূজা উপাচার হিসেবে থাকে ফল, মিষ্টি, মোয়া, নাড়ু প্রভৃতি। কোজাগরী লক্ষ্মীর প্রতি আচার নিবেদনের সঙ্গেও একটি লোকবিশ্বাস জড়িত রয়েছে। পূজার সময় মোট ১৪টি পাত্রে উপাচার রাখা হয়। তারপর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে জল দানের রীতি রয়েছে। কাঠের জলচৌকির ওপর লক্ষ্মীর সরাটিকে স্থাপন করা হয়। এরপর কলাপাতায় টাকা, স্বর্ণ মুদ্রা, ধান, পান, কড়ি, হলুদ ও হরিতকি দিয়ে সাজানো হয় পূজার স্থানটিকে।এদিকে ভাগ্যদেবী লক্ষ্মী কিভাবে বিষ্ণু-

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

গুঁড়িয়ে গেল পাকিস্তান সেনার প্রধান কার্যালয়

স্থল,জল,বায়ু - ভারতের তিন সেনাবাহিনী একযোগে আক্রমণ করেছে পাকিস্তানে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের তিনটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে ভারত। এর পাশাপাশি শিয়ালকোটেও হানা ভারতের।

১৯৭১ সালের পর এই প্রথম করাচিতে আক্রমণ করেছে ভারত। পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ এবং দুটো জেএফ-১৭ বিমান ধ্বংস করেছে ভারত। লাহোর এবং শিয়ালকোটে ড্রোন হানা হয়েছে। পাক হামলার জবাবে ভারতের অ্যাকশন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছিল। ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে আছড়ে পড়েছিল ড্রোন। এই স্টেডিয়ামে আজ রাতে ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল বলেও শোনা গিয়েছিল।

অন্যদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে, পাকিস্তানের সেনা প্রধান আসিম মুনিরকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এও শোনা যাচ্ছে, ইমরান খান দ্রুত জেল থেকে ছাড়া পেতে পারেন।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নাগা সন্ন্যাসীর ইতিহাস আজকের দিনে অনেকের কাছে অজানা হলেও নাগাদের নিয়ে অনেক গল্প কথা রয়েছে। থানাপ্রতি নিত্যানন্দগিরি মোহন্ত সাধুদের সাধন ভজন ও সাধারণ যাত্রীদের অন্ন সেবা দেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আইটিআই-গুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি এবং ৫টি দক্ষতায়ন উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ০৭ মে, ২০২৫

ভারতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আইটিআই-গুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি (ন্যাশনাল স্কিম ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট আপগ্রেডেশন) এবং ৫টি দক্ষতায়ন উৎকর্ষ কেন্দ্র (ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর স্কিলিং) গড়ে তোলায় অনুমোদন দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট এই প্রকল্পগুলির জন্য ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ এর বাজেটে মোট ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্র ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলি ২০ হাজার কোটি টাকা দেবে। বাকি ১০ হাজার কোটি টাকা দেবে শিল্প মহল। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় রূপায়িত হবে এই কর্মসূচি।

প্রকল্পের আওতায় হাব অ্যান্ড স্পোক প্রণালীর ভিত্তিতে ১ হাজারটি সরকারি আইটিআই-কে শিল্প ক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী, পাঠক্রম নির্মাণে উৎসাহিত করে তোলা হবে। এর আওতায় থাকছে – ৫টি ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট-ও। বিষয়টিকে আরও জোরদার করতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতেই গড়ে তোলা হবে ৫টি ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর স্কিলিং।

বিভিন্ন রাজ্য ও শিল্প মহলের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে ২০ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে কর্মদক্ষ করে তোলা হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ভিত্তিতে মানবসম্পদের লভ্যতা ও শিল্প মহলের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিশেষভাবে উপকৃত হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র।

আইটিআই-গুলিকে যথাযথভাবে উন্নত করে তুলতে এর আগে যে অর্থ সংস্থান হয়েছিল, তা নেহাতই অপর্যাপ্ত। নতুন প্রকল্পের আওতায় ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, কানপুর এবং লুধিয়ানায় ৫টি ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (এনএসটিআই) – এ পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কাজে যোগ দেওয়ার আগে এবং কর্মরত থাকার সময় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৫০ হাজার প্রশিক্ষককে।

বিকশিত ভারত গঠনে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠবে এই কর্মসূচি।

উল্লেখ্য, ২০১৪'র পর আইটিআই ব্যবস্থাপনা দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪ হাজার ৬১৫। সেখানে পাঠরত ১৪.৪ লক্ষ শিক্ষার্থী।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পাকিস্তানের হাতে থাকা চিনা মিসাইল সম্পূর্ণ ব্যর্থ

বেবি চক্রবর্ত্তী

বৃহস্পতিবার থেকেই পাকিস্তান টার্গেট করেছে ভারতের অসামরিক নিরীহ মানুষ। সেনা বাহিনীর সঙ্গে না পেরে উঠে শুক্রবারও অসামরিক গ্রামগুলোকে লক্ষ্য করে গোলা ছুড়েছে। শুক্রবার উদ্ধার হওয়া পাকিস্তানি মিসাইল দেখে আপাতত এই সন্দেহ পরিণত হয়েছে বাস্তবে। এদিন পঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের কামাহি দেবী থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পাক মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ। নাম PL-15 BVRAAM। এই মিসাইল পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছিল চিনের লাল ফৌজ। এবার সেই চিনা মিসাইল নিয়ে ভারতের আক্রমণের ছক কষছে পড়শি দেশ। নিশানা ভারতের সাধারণ নাগরিক। শুধু হোসিয়ারপুরই নয়। পঞ্জাব প্রদেশের ভাটিন্ডা অঞ্চল থেকেও উদ্ধার হয়েছে একটি পাক মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ। মিসাইলটি নিজের অভিযানে ব্যর্থ হলেও এখনও নিষ্ক্রিয় হয়নি। ভাটিন্ডারই একটি পুকুরে পড়ে রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ। উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে দুই দেশের মধ্যে। পাকিস্তান ভারতের ১৫টি সেনা পরিকাঠামোয় হামলা চালানোর চেষ্টা করে উপরন্তু পড়েছে পাল্টা বিপদে। ভারতের প্রত্যাঘাতে কেঁপে উঠে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ। তবে কোনও মতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ভারত যুদ্ধে নামেনি, সেই বিষয়টাও বারংবার স্পষ্ট করেছে নয়াদিল্লি। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলিকে সাউথ ব্লক স্পষ্ট জানিয়েছে, আসলে এই হামলাগুলি পাকিস্তানের করা হামলার ভিত্তিতে মোক্ষম জবাব। একদিক যেমন মিসাইল ছোড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে পাকিস্তান। তেমন চেষ্টা চালাচ্ছে নিয়ন্ত্রণরেখাকে উত্তেজিত করারও। গত কয়েক দিনের মতোই শুক্রবার ভোরে জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান।

মধ্যরাতে ফের উত্তাল ঢাকা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতে যখন পাকিস্তানে 'ত্রাহি-ত্রাহি' রব, ঠিক তখন দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল ঢাকা। বৃহস্পতিবার (৮ মে) মধ্যরাতে তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবন 'যমুনা' অবরুদ্ধ করে রেখেছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জাতীয় নাগরিক পার্টি ও জামায়াত ইসলামীর সশস্ত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির।

স্থান কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতের বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলা হয়। এমনকি হিন্দু বিরোধী শ্লোগানও তোলা হয়। জাতীয় পার্টির নেতা আখতার হোসেনের নেতৃত্বে শ্লোগান ওঠে, 'এক-একটা হিন্দু ধর, ধরে ধরে জবাই কর।' অবস্থান কর্মসূচির কারণে যমুনার সামনের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাত ১টার দিকে জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যমুনার সামনে উপস্থিত হয়।অবরোধস্থল থেকে পাকিস্তনি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার সহযোগী শাখা জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্যতম নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ হুঙ্কার ছেড়েছেন, 'আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত 'যমুনা' অবরুদ্ধ করে রাখা হবে।' খোদ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বাড়ি অবরুদ্ধ করা নিয়ে ঢাকার পুলিশ কমিশনার তথা হিযবুত তাহরীর শীর্ষ নেতা শেখ সাজ্জাত আলী কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি।

গত বুধবার মধ্যরাতেই পাক জঙ্গিদের হাত থেকে বাঁচতে দেশ ছেড়ে থাইল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। আর ওই খবর জানাজানি হতেই তদারকি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার বাংলাদেশি শাখা জাতীয় নাগরিক পার্টি। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে এমন মামার বাড়ির আবদার তুলে রাতেই প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবন 'যমুনা' ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়। ওই কর্মসূচির প্রেক্ষিতে 'যমুনা'র আশেপাশের রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোলে ঢাকা পুলিশ। কিন্তু সেই ব্যারিকেড ভেঙে 'যমুনা'র সামনে জড়ো হন জাতীয় নাগরিক পার্টির সশস্ত্র ক্যাডাররা। তাদের সঙ্গে সামিল হয় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী হিসাবে পরিচিত ইসলামী ছাত্রশিবির, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইনকিলাব মঞ্চ, আপ বাংলাদেশ, অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট কোয়ালিশন, জুলাই ঐক্যের ক্যাডাররা। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙেই যমুনার সামনে পৌঁছে যায়।

বাংলাদেশ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা, শিলিগুড়িতে সক্রিয় করা হল 'সুদর্শন চক্র'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শিলিগুড়িঃ 'অপারেশন সিঁদুর' আবহে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা বলয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেন নেক' বা 'শিলিগুড়ি করিডর'। এবার 'শিলিগুড়ি করিডর'- এর সুরক্ষায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করল ভারতীয় সেনা। অত্যাধুনিক 'এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম' অর্থাৎ 'সুদর্শন চক্র' নিয়ে প্রস্তুত জওয়ানরা।আসলে 'চিকেন নেক' মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যকে (সেভেন সিস্টার্স)। যার মধ্যে আছে নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান এবং চিন-তিব্বত। তাই শিলিগুড়ি করিডরকে 'বিচ্ছিন্ন' করার চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরেই চালাচ্ছে শত্রুদেশগুলি। সেই কারণেই 'চিকেন নেকের' সুরক্ষা নিয়ে বাড়তি ব্যবস্থা নিচ্ছে ভারতীয় সেনা। বাংলাদেশে ইউনুস সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নানারকম ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বিশেষ করে, কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলা লাগোয়া বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের লালমনিরহাটে পূর্ণাঙ্গ সামরিক বিমান ঘাঁটি তৈরি করতে চাইছেন ইউনুস সরকার। এমনকী পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরও লালমনিরহাট বায়ুসেনা ঘাঁটি সদলবলে পরিদর্শনও করেছেন। তাই চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডর বেয়ে বাংলাদেশের আক্রমণের রয়েছে চরম, তা রুখতেই আগেভাগে 'সুদর্শন চক্র' নিয়ে প্রস্তুত জওয়ানরা।বাংলাদেশের নতুন করে পাকিস্তান প্রীতি, লাগাতার ভারত-বিরোধী উস্কানি ও চিন নির্ভরতা বাড়তে থাকায় অনেক আগেই 'শিলিগুড়ি করিডর'-এর নিরাপত্তা জোরদার করেছিল ভারতীয় সেনা। তাই 'অপারেশন সিঁদুর' আবহে বাংলাদেশ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা তীব্র হতেই শিলিগুড়িতে সক্রিয় করা হর 'সুদর্শন চক্র' অর্থাৎ 'এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম'।

পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে 'ওয়ার মোডে' রাখা হয়েছে অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম S-400 ট্রায়াম্ফ অর্থাৎ সুদর্শন চক্রকে। যেটি যুদ্ধবিমান, ড্রোন, হেলিকপ্টার এবং ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে একেবারে ওস্তাদ। অপারেশন সিঁদুর-অভিযানে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের ৯ টি সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। তার বদলা নিতে বুধবার ভারতের উপর একাধিক মিসাইল ছুড়ে হামলা চালিয়েছিল শাহবাজ শরিফের সেনারা। সেগুলিই ধ্বংস করে দিয়েছিল রাশিয়ার তৈরি এই অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম S-400 ট্রায়াম্ফ অর্থাৎ সুদর্শন চক্র। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পাকিস্তানের ছোড়া মিসাইল ধ্বংস করেছিল এই সুদর্শন চক্র। তাই এবার 'শিলিগুড়ি করিডর'- এর সুরক্ষায় ভারতীয় সেনাদের একমাত্র ভরসা সুদর্শন চক্র। ইতিমধ্যেই দেশের অন্যান্য জোনের মতো ইস্টার্ন কমান্ডেও 'হাইটেন্ড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। সুতরাং গোটা ভারতবর্ষ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। আর দেশকে রক্ষা করতে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সেজে উঠেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এ আবহে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, যে, কেন 'চিকেন নেক' বা 'শিলিগুড়ি করিডর' গুরুত্বপূর্ণ?

সিনেমার খবর

cinema TV

প্রথমবারের মতো 'মেট গালায়' বলিউড কিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ফ্যাশন ইভেন্ট ‘মেট গালায়’ প্রথমবারের মত অংশ নিচ্ছেন বলিউডের তারকা অভিনেতা শাহরুখ খান। ফ্যাশনের ওই আন্তর্জাতিক ইভেন্টে শাহরুখ হাঁটবেন বাঙালি পোশাকশিল্পী সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের নকশা করা পোশাকে।

এক প্রতিবেদনে এই খবর জানিয়েছে এনডিটিভি। ‘মেট গালা’ বরাবরই ফ্যাশনপ্রিয় মানুষের আগ্রহের একটি জায়গা। প্রতিবছরের মে মাসের প্রথম সোমবার বসে মেট গালার আসর। সে রীতি মেনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টে এবারের আসর বসছে ৫ মে।

এর আগেও মেট গালায় ভারতের হিন্দি সিনেমার তারকাদের উপস্থিতি দেখা গেছে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাটরা গত কয়েক বছরে তার ফ্যাশন দিয়ে নজর কেড়েছেন। তবে শাহরুখই হতে যাচ্ছেন বলিউডের প্রথম পুরুষ, যিনি মেট গালার লাল গালিচায় হাঁটবেন।

মেট গালার আসর মানেই সুন্দর কিংবা অদ্ভুত ফ্যাশনের এক জমকালো আসর। এ আসরে মডেল, অভিনেতা, লেখক, সংগীত শিল্পীদের পাশাপাশি অনেক সময় খেলার জগতের তারকারাও অংশ নেন। প্রতি বছরই মেট গালায় আমন্ত্রিতদের জন্য আগে থেকে ঘোষণা করা হয় ‘থিম’। সেই ‘থিম’ বা ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে পোশাক পরেন আমন্ত্রিতেরা।

এ বছরের মেট গালার মূল ভাবনা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল গত বছরের শেষে। বলা হয়েছিল ২০২৫ সালের মেট গালার ভাবনা অনুপ্রাণিত হবে কৃষ্ণাঙ্গদের ফ্যাশন বিপ্লব থেকে। ‘থিমের’ নাম ‘সুপারফাইন: টেলরিং ব্ল্যাক স্টাইল’। সেই ভাবনা মাথায় রেখে শাহরুখের জন্য পোশাক তৈরি করেছেন সব্যসাচী।

তবে শাহরুখের ম্যানেজার পূজা দাদলানি বা টিমের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ঘোষণা আসেনি। এবারের মেট গালায় দেখা যাবে ব্লেক লাইভলি, রিয়ানা, সারাহ জেসিকা পার্কারসহ আরো অনেক তারকাকে।

সাংবাদিকদের থেকে দূরে থাকতেন আমির, কারণ কী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কেয়ামত সে কেয়ামত তাক’ সিনেমা মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চকলেট বয় হিসেবে তরুণীদের হৃদয় হরণ করে নেন আমির খান। রাতারাতি স্টার হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর সময় গড়িয়েছে। এখন তিনি সুপারস্টার। এমনিতে আমির খান খুব বেশি সাক্ষাৎকার দিতেন না।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে আমির খান জানালেন, ক্যারিয়ারের শুরুতে তার সঙ্গে সাংবাদিকদের খুব ঝামেলা হত।

কারণ জানতে চাইলে আমির বলেন, আসলে আমার অদ্ভুত একটা ধারণা ছিল যে, আমার সঙ্গে সাংবাদিকদের বন্ধুত্ব হলে, সাংবাদিকরা পক্ষপাতদুষ্ট খবর করবেন। আমার কাজ ভালো হয়েছে লিখবেন। আমি জানতেই পারব না আদৌ আমার কাজ ভালো হয়েছে কিনা। তাছাড়া, আমার বাড়ির যা শিক্ষা, তাতে সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতাম, তবে বেশি বন্ধুত্ব হলেই মনে হতো আমি সাংবাদিকদের তোষামোদ করছি। তাই জেনে বুঝেই একটু দূরত্ব বজায় রাখতাম। অন্যদিকে, মিডিয়া আমাকে ভুল বুঝতো, তাই ঝামেলা হতো।

প্রসঙ্গত, আমির খানকে মিস্টার পারফেকশনিস্ট বলা হয়, বছরে একটার বেশি সিনেমা করতে দেখা যায় না। যখনই কোনো সিনেমা করেছেন, তার রিসার্চ, নিজের লুক সব বিষয়ে নজর রাখেন। শুধু তাই নয়, শোনা যায়, নিজের সিনেমা দর্শকদের কেমন লাগছে তা বোঝার জন্য মেকআপ নিয়ে হলে দর্শকদের সঙ্গে বসে সিনেমা দেখেন। তার সিনেমা ‘লাগান ‘ মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে।

সেই বিষয়ে কথা বলতে গিয়েই আমির খান বলেন, আমি যখন সিনেমাটা করছিলাম, বুঝতেই পারিনি এত ভালো হবে। অনেকে বলেছে এটা কী সিনেমা হচ্ছে, বক্স অফিসে টিকবে না। তবে আমি সিনেমাটা করেছি। কারণ সিনেমাটা করতে উপভোগ করছিলাম। এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে বুঝেই কাজটা নিয়ে ছিলাম। কোনো কাজ আমার ভালো লাগছে কিনা সেটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বক্স অফিসের কথা ভেবে কাজ করিনি।

সুশান্তের মৃত্যুর পর যে কঠিন সময় পার করেছেন রিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকেই নেটিজেনদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। একটা সময় একের পর এক চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তাকে। আদালতের রায়ে এই মুহূর্তে স্বস্তিতে রয়েছেন। তবে একের পর এক ঝড় বয়ে গেছে রিয়ার উপর দিয়ে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই বিভীষিকাময় সময়ের কথা তুলে ধরেছেন তার ১৬ বছরের বান্ধবী গায়িকা শিবানী দন্ডেকর।

খুব কঠিন দিনে যখন সকলে সরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রীর পাশ থেকে, তখন সাহস দিয়েছিলেন শিবানী। এই ভয়ংকর কঠিন সময়টা একেবারেই অন্য ভাবে কাটিয়েছিলেন রিয়া।

সাক্ষাৎকারে শিবানী বলেন, ‘এটা এমন একটা সময় ছিল যা কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। একইসঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রণায় দিন কেটেছে। তবে ও খুব সুন্দর ভাবে বিষয়টা সামলেছিল। জানি না কীভাবে এটাকে ভাষায় প্রকাশ করব।’

সুশান্তের মৃত্যুর পর একদিকে যেমন কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল তাকে। তেমনই নানা কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন অভিনেত্রী। এমনকি ইন্ডাস্ট্রিতেও তাকে দেখা যায়নি দীর্ঘদিন। গায়িকার কথায়, ‘রিয়া খুব শক্ত মনের মেয়ে। তবে এই ঘটনা তাকে আরও বেশি শক্ত করেছে। রিয়ার মতো কাউকে কখনও যেন এত কষ্ট সহ্য করতে না হয়।’

শিবানীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রিয়া বলেছিলেন, ‘সবচেয়ে কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় না তার চেয়ে ভালো বন্ধু আর কেউ হতে পারবে। ও আমাকে সত্যিকারের বন্ধুত্বের অর্থ শিখিয়েছে। যখন বাবা-মায়ের বাইরেও নিঃশর্ত ভাবে কেউ ভালোবাসে, তখন তা অন্তর থেকে বলা চলে। আমি মনে করি শিবানী আমার কাছে তেমনই একজন।’

বিলবাওকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে ফাইনালে ম্যানইউ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গতকাল রাতে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে আথলেতিক বিলবাওকে ৪-১ ব্যবধানে হারায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। প্রথম লেগে ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকায় দুই লেগ মিলিয়ে ৭-১ অগ্রগামিতায় ফাইনাল নিশ্চিত হয় তাদের। ইউরোপা লিগের ফাইনালে আগামী ২২ তারিখ টটেনহ্যামের মুখোমুখি হবে রুবেন আমুরির দল।

বিবর্ণ শুরুর পর প্রথমার্ধে পিছিয়ে যায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। বিরতির পর আক্রমণে গতি আনলেও আথলেতিক বিলবাওয়ের রক্ষণভাগ ভেদ করতে পারছিল না তারা। ৭২তম মিনিটে জাল খুঁজে পান ম্যাসন মাউন্ট। পরের

বিশ মিনিটে বিলবাওয়ের জালে আরও তিনবার বল পাঠান ইউনাইটেড। দারুণ জয়ে ইউরোপা লিগের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে রেড ডেভিলসরা।

ঘরের মাঠে ইউনাইটেড প্রথম সুযোগটি পায় ১৬তম মিনিটে। ব্রুনো ফের্নান্দেসের থ্রু বল ধরে বক্সে গিয়ে গোলরক্ষককে একা পেয়েও ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি। বিলবাও গোলরক্ষক এগিয়ে এসে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। ৩১তম মিনিটে এগিয়ে যায় বিলবাও। প্রতিপক্ষের ভুলে বল পেয়ে শট নেন জালো। কিন্তু সেটি কেউ ঠেকিয়ে দেন। ফিরতি শটে জাল খুঁজে নিতে ভুল করেননি মিকেল জরেগিসার। পিছিয়ে থাকা ইউনাইটেড বিরতির পর আক্রমণে ধার বাড়ায়। কিন্তু বিলবাওয়ের রক্ষণভাগ যেন দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দেয়াল ভেদ করতে অপেক্ষা করতে হয় ৭২ মিনিট পর্যন্ত। ইয়োরোর ছোট পাস থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন বদলি হয়ে নামা মাউন্ট। ৭৯তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন কাসেমিরো। ফের্নান্দেসের ফ্রিকিক থেকে দারুণ এক হেডে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

৮৫তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান রাসমাস হয়লুন। ডান দিক থেকে আক্রমণে গিয়ে বক্সে বল বাড়ান দিয়ালো। সেখানে থাকা হয়লুন সহজেই খুঁজে নেন জাল। যোগ করা সময়ে আরও একটি গোল করে দলের ফাইনাল নিশ্চিত করেন মাউন্ট।

ইনজুরিতে ছিটকে গেলেন ম্যাক্সওয়েল, শেষ এবারের আইপিএল

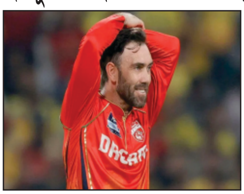

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইনজুরির কারণে চলমান আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন পাঞ্জাব কিংসের অজি অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আঙুলের চোটের কারণে আসরের বাকি ম্যাচগুলোতে আর মাঠে নামতে নামতে পারবেন না তিনি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। বুধবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ম্যাচে টস করতে গিয়ে এ কথা জানান পাঞ্জাব অধিনায়ক।

শ্রেয়াস আইয়ার বলেন, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে ম্যাক্সওয়েলের আঙুলে চোট লেগেছে। তার পরিবর্তে কোন ক্রিকেটারকে নেওয়া হবে, সেটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

উল্লেখ্য, আইপিএলের সর্বশেষ ড্রাফটে পাঞ্জাবে যোগ দেন ম্যাক্সওয়েল। তবে এবারের মৌসুমটিও তার ভালো কাটেনি। ৭ ম্যাচ খেলে রান করেছেন মাত্র ৪৮। পাশাপাশি বল হাতে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

রোনালদোর গোল মিসে আল নাসরের বিদায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শেষ মুহূর্তে সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। আর তার ক্লাব আল নাসরকে সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হলো এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে। জেদ্দায় কাওয়াসাকি ফ্রন্তালের কাছে ৩-২ ব্যবধানে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে সৌদি ক্লাবটির।

ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলে আল নাসর। বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও গোলের সামনে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয় তারা। ১০ মিনিটেই দুর্দান্ত ভলিতে কাওয়াসাকিকে এগিয়ে দেন তাতসুয়ে। এরপর ২৮তম মিনিটে সাদিও মানের গোলে সমতা ফেরায় স্বাগতিকরা। ছয় মিনিট পর রোনালদোর হেড লাগে ক্রসবারে, অল্পের জন্য দলকে এগিয়ে নিতে পারেননি তিনি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ইউতো ওজেকির গোলে ফের এগিয়ে যায় জাপানি ক্লাবটি।

দ্বিতীয়ার্ধে ৭৬ মিনিটে আকিহিরোর গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-১। নির্ধারিত সময়ের ঠিক তিন মিনিট আগে আইমান ইয়াহইয়ার দূরপাল্লার শটে এক গোল শোধ করলেও তা কেবল

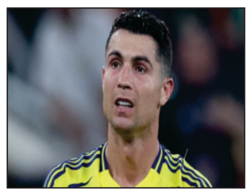

ব্যবধানই কমায়। ইনজুরি টাইমে খালি পোস্ট পেয়েও বল জালে পাঠাতে ব্যর্থ হন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা। চোখেমুখে হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি।

এই হারে বড় শিরোপার আশায় থাকা রোনালদোর অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো। সৌদি প্রো লিগেও শিরোপা প্রায় হাতছাড়া—২৯ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে তারা আছে তৃতীয় স্থানে, শীর্ষে থাকা আল-ইত্তিহাদের চেয়ে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে।

২০২৩ সালে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপ জিতলেও সেটি অফিসিয়ালি বড় শিরোপা নয়। ফলে আল নাসরের হয়ে এখনো বড় অর্জনের দেখা পাননি পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই পর্তুগিজ তারকা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR